তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঈশ্বরদী-৬৬২০, পাবনা

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের মূল ভিত্তি হলো জনগণের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ। নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন জনগণের কাছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এদেশের একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান এর কর্মকান্ড জনগণের স্বার্থে, জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। অতএব জনগণের কাছে তথ্য প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠান এর অন্যতম দায়িত্ব। মহান জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুমোদনের মাধ্যমে সেই দায়িত্বকেই প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সেই দায়িত্ব পালনে নৈতিকভাবে সদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের মতো দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দিতে তথা সরকারি সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' একটি মাইলফলক। এ আইনটি যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে সকল দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং এর মাধ্যমে রোধ হবে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট সর্বস্তরে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাস করে। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হলেই এদেশের মানুষ ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। সাধারণ মানুষের সেই ঐকান্তিক সংগ্রামের মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশাসন হবে গতিশীল, গবেষকরাও হবে উজ্জীবিত এবং এভাবেই দেশের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতপূর্বক সুদৃঢ় হবে গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো।

(ড. মু খলিলুর রহমান)
মহাপরিচালক

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা	১
২।	আইনগত ভিত্তি	১
৩।	সংজ্ঞা	১
৪।	তথ্যের শ্রেণী বিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি	২
৫।	তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি	৩
৬।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৪
৭।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি	৪
৮।	তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৪
৯।	তথ্য প্রদানের পদ্ধতি	৪
১০।	তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৪
১১।	তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী	৪
১২।	আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি	৪
১৩।	তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	৫
১৪।	তথ্য পরিদর্শনের সুযোগ	৫
১৫।	জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৫
১৬।	ফরম- ‘ক’ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র [তথ্য অধিকার (তথ্য সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]	৬
১৭।	ফরম- ‘খ’ [বিধি ৫ দ্রষ্টব্য] তথ্য সরবরাহে অপরাগতার নোটিশ	৭
১৮।	ফরম- ‘গ’ আপীল আবেদন [তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি- ৬ দ্রষ্টব্য]	৮
১৯।	ফরম- ‘ক’ অভিযোগ দায়েরের ফরম [তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালার প্রবিধন-৩ (১) দ্রষ্টব্য]	৯

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৪। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. সমজিৎ কুমার পাল কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রচ্ছদঃ কাজী শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যাশা। প্রকাশনা নং- ২০৩

১। তথ্য অবমুক্তিকরণ নীতিমালার পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তাঃ

১. ১ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পটভূমিঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এদেশের একটি অগ্রজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে গবেষণা হয় ইক্ষুর উপর এবং চিনি, গুড় ও চিবিয়ে খাওয়াসহ ইক্ষুর বহুমুখী ব্যবহারের উপর। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরীর শিল্প । বিএসআরআই তার সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়েই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত এ ইনস্টিটিউট থেকে দু ’ধরণের কাজ সম্পাদিত হয়ঃ- (ক) ইক্ষুর উন্নত জাত ও উন্নত উৎপাদন কলা-কৌশল উদ্ভাবন এবং (খ) উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন কলাকৌশলসমূহ ইক্ষুচাষীদের মধ্যে বিস্তার ঘটানো। আটটি গবেষণা বিভাগ, একটি সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দু ’টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু’টি প্রধান বিভাগ, ছয়টি উপকেন্দ্র এবং তিনটি শাখার সমন্বয়ে।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চিনি জাতীয় উৎস ও তার পরিব্যপ্তি অনুসন্ধান (আখ, সুগারবিট, খেজুর, তাল, গোলপাতা, স্টিভিয়া) গবেষণা লব্ধ তথ্য (লাভজনক ও অলাভজনক) উপস্থাপন এবং তাল ও উন্নতমানের ইক্ষু চাষাবাদ ও তার সামগ্রিক উন্নতিকরণ, সাথীফসলসহ ইক্ষু আবাদের কৃষিতাত্ত্বিক প্যাকেজগুলোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সামগ্রিক তথ্য আধুনিকায়ন, প্রকাশ মারফত জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিএসআরআই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

১.৩ নীতির শিরোনামঃ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা- ২০১৪

২। আইনগত ভিত্তিঃ

২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
২.২ অনুমোদনের তারিখঃ- ৩১ মার্চ, ২০১৫ খ্রি.
২.৩ নীতি বাসত্মবায়নের তারিখঃ- ৩১ মার্চ, ২০১৫ খ্রি.

৩। সংজ্ঞাঃ

৩.১ তথ্যঃ তথ্য অর্থে কোন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য, উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, অংকিত চিত্র, ফ্লিম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্ত্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, সামগ্রিকভাবে পাঠযোগ্য এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্ত্ত বা উহাদের প্রতিলিপি ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না;

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য বিএসআরআই প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও ঠিকানা।

ক্রমিন নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা
১.	ড. সমজিৎ কুমার পাল, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২.	ড. সেলিনা আখতার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ও স্টেশন ইনচার্জ	আঞ্চলিক ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, পোষ্ট অফিসঃ- ব্রি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৩.	ড. মো. শরিফুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্টেশন ইনচার্জ	আঞ্চলিক ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, পোষ্ট অফিসঃ- মাদারগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৪.	জনাব মো. শফিকুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র রাজশাহী, বাড়ী নং- ১৩৫/২, উপশহর, পোষ্ট অফিসঃ- ক্যান্টনমেন্ট, উপজেলাঃ বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৫.	জনাব মো. আশরাফুল আলম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র, জামালপুর।
৬.	জনাব মো. শহিদুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র, জয়পুরহাট (রহমান ভিলা ৩য় তলা বারিধারা থানা রোড), জয়পুরহাট।
৭.	জনাব মো. ওমর খৈয়াম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, চুয়াডাঙ্গা উপকেন্দ্র, আকন্দ বাড়ীয়া, পোষ্ট অফিসঃ আকন্দ বাড়ীয়া, (দর্শনা তেলপাম্পের সামনে), উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা
৮.	জনাব খলিফা শাহ্ আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র, পোষ্ট অফিসঃ- রহমতপুর, বরিশাল।
৯.	জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র (রুমেল ভিলা, উত্তর বাজার) চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
১০.	জনাব মো. মুনির হোসেন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও স্টেশন ইনচার্জ	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপকেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ।

৩.৩ তথ্য প্রদান ইউনিটঃ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে বিএসআরআই এর প্রত্যেকটি কার্যালয়ে বিশেষত কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে।

৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষঃ বিএসআরআই এর আঞ্চলিক বা উপকেন্দ্রের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

৩.৫ তৃতীয় পক্ষঃ বিএসআরআই ছাড়া অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সরবরাহ করা হলে তাকে তৃতীয় পক্ষ বলা হবে। তবে ঐ তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক গোপনীয় ঘোষিত থাকলে অবশ্যই তাদের সম্মতি নিয়ে প্রদান করা হবে।
৩.৬ তথ্য কমিশনঃ ২০০৯ সালের ২০ নং আইন এর ১১ ও ১২ ধারায় গঠিত কমিশন
৩.৭ গবেষণাঃ গবেষণা অর্থে ইক্ষু ও অন্যান্য চিনি জাতীয় ফসল গবেষণা বোঝাবে।
৩.৮ ইনস্টিটিউটঃ ইনস্টিটিউট অর্থে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বোঝাবে।
৩.৯ বিএসআরআইঃ বিএসআরআই অর্থে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট বোঝাবে।

৪। তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতিঃ

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এসব তথ্য দিতে বিএসআরআই বাধ্য থাকবে।
বিএসআরআই এর কাছে যেসব তথ্য রয়েছে তা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে-
ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য
খ) চাহিদামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
গ) কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশঃ-
এই তথ্য শ্রেণির আওতাভূক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখ করা আছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে বিএসআরআই এর ওয়েবসাইটে (www.bsri.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে (তালিকা পরিশিষ্ঠ ১.১ দ্রষ্টব্য)। যদি চাহিদা অনুযায়ী কোনো তথ্য বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ওয়েবসাইটে পাওয়া না যায় কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে তথ্য চাহিদাকারী ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা বরাবর (ঠিকানা: বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ চাহিদা মাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যঃ
এজাতীয় চাহিদাকৃত তথ্য ইনস্টিটিউট প্রধানের অনুমোদন ব্যতিরেকেই তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবে (পরিশিষ্ঠ-১.২ দ্রষ্টব্য)।

৪.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়ঃ
কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে কমিশন বাধ্য থাকবে না। এ তালিকাটিও ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মহাপরিচালক এটি অনুমোদন করবেন। এ তালিকাটিও ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬ মাস পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে (পরিশিষ্ঠ-১.৩ দ্রষ্টব্য)।

৪.৪ নিমণবর্ণিত তথ্যসমূহ ইনস্টিটিউট কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথা-
(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক কোন সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্ত র্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
(খ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
(গ) কোন ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;
(ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত) এসব তথ্য;
(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এইরূপ তথ্য;
(চ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঝ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ঞ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ত) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এইরূপ তথ্য;

(থ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য।

৫। তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

৫.১ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটঃ- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.bsri.gov.bd) সকল প্রকার তথ্যের সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকবে।

৫.২ তথ্যের হালনাগাদকরণঃ- নিয়মিত ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার মাধ্যমে তথ্যের পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনে সঠিক তথ্য জনগনের নিকট পরিবেশিত ও প্রকাশিত হবে উ ন্মুক্তভাবে। হালনাগাদ করণের সর্বশেষ তারিখ ওয়েবসাইটে উল্লেখিত থাকবে।

৫.৩ অন্যান্য পদ্ধতিঃ- বিএসআরআই এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৪ অনুযায়ী তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অন্যান্য নির্বাচিত বিষয় হল নোটিশ বোর্ড, এস.এম.এস, বিল বোর্ড, হোর্ডিংবোর্ড, ফেস্টুন, পোষ্টার, বুকলেট, লিফলেট, ব্যানার, অডিও ও ভিডিও কনফারেন্স, মিটিং, সিম্পোজিয়াম এবং সিডি ইত্যাদির মাধ্যমে ধারণকৃত আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ।

৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগঃ ইনস্টিটিউট তার তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করবে এবং যথাসময়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।

৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধিঃ তথ্যে প্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার, বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী; শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে তার উপযুক্ত করে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী অন্য কোন কর্মকর্তার সহযোগিতা নিতে পারবেন। এছাড়া টাকা আদায় ও জমা রেজিস্ট্রারও সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধিঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা ঐসকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৯। তথ্য প্রদানের পদ্ধতিঃ তথ্য চাহিদাকারী তথ্য অধিকার আইন বিধিমালা ফরম 'ক' (সংযুক্ত) ব্যবহার করে তথ্যের জন্য সরাসরি বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করবেন। এই ফরম বিএসআরআই এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদনে নিমণলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে-

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভূল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী;

(ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি;

১০। তথ্য প্রদানের সময়সীমাঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপরাগতার কারণ উলেস্নখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

১১। তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলীঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি তথ্যের জন্য যুক্তিযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(ক) ছাপানো তথ্যের জন্য যেখানে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সেই প্রতিবেদন বা কপির জন্য উক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯- এর তফসিল ''ঘ'' ফরম (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

(খ) যদি মূল্য লিখিত না থাকে তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফটোকপির জন্য যে মূল্য নির্ধারিত আছে কিংবা ইলেকট্রনিক প্রিন্ট আউটের ব্যয় নির্ধারণ করবেন।

(গ) তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এই কোডে জমা দিতে হবে।

১২. আপীল কর্তৃপক্ষ ও আপীল পদ্ধতিঃ

কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তের সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার বিধিমালার ফরম ''গ''(সংযুক্ত) অনুযায়ী করা যাবে।

বিএসআরআই সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃ পক্ষ পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন। তথ্য প্রাপ্তির আপীলসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪ এবং ২৮ অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

আপীল কর্তৃপক্ষের রায় কমিশনের চূড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য চাহিদাকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

১৩। তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধানঃ-

উপযুক্ত ও যথাযথ কারণ ব্যতীত তথ্য প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ অসদাচরণ বলে বিবেচিত হবে এবং বিএসআরআই চাকুরী বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি অনুযায়ী উক্ত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে বিশ্বাস করে যে, কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলা রয়েছে তাহলে তথ্য কমিশন উক্ত আইনের ২৭ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন।

১৪। তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগঃইনস্টিটিউট প্রযোজ্যমত তথ্যাবলী পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

১৫। **জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ** ইনস্টিটিউট প্রয়োজন মনে করলে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারী করবে।

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....................................,

.... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম: ....

পিতার নামঃ ....

মাতার নামঃ ....

বর্তমান ঠিকানাঃ ....

স্থায়ী ঠিকানাঃ ....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃt ....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো ফটোকপি ঃ ....
লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানাঃ ....

আবেদনের তারিখঃ ....

____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপরাগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বরঃ তারিখ:.......................

প্রতি

আবেদনকারীর নামঃ ....

ঠিকানাঃ ....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপরাগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-

১। ....
....

২। ....
....

৩। ....

(.....................................)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:

পদবী:

দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’
আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
....
.... (নাম ও পদবী)
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ,
.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)ঃ	....
২।	আপীলের তারিখঃ	....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)ঃ	....
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)ঃ	....
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ	....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)ঃ	....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ	....
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ	....
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সন্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন।ঃ	....

আবেদনের তারিখঃ ....

(.....................................)
আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম ‘ক’
অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধন-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....।

১।	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ	....
২।	অভিযোগ দাখিলের তারিখঃ	....
৩।	যাহার বিরুদ্ধে অবিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানাঃ	....
৪।	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ	....
৫।	সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)ঃ	....
৬।	প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা) ঃ	....
৭।	অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)ঃ	....

<u>সত্যপাঠ</u>

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)